সাভার ট্র্যাজেডি সাপোর্ট গ্রুপ

১৭,২২৪ ডলার সাহায্য প্রদান

আতিকুর রহমান ॥ গত ২৪ এপ্রিল সাভার বাস-স্ট্যান্ড এলাকার ৯ তলা রানা প্লাজা ধসে পড়ে। ভয়াবহ এ ভবন ধসে নিহতের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১২৭ জন। ১ হাজার ১১৫ জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধারের পাশাপাশি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ১২ জন। ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে মোট ২ হাজার ৪৩৮ জনকে। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এ উদ্ধার অভিযান গত ১৪ মে মঙ্গলবার সকালে শেষ হয়। পরে ভবনের এলাকাটি জেলা প্রশাসনের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারী যন্ত্রপাতির শব্দ, শত শত উদ্ধার কর্মীদের প্রাণপণ চেষ্টা, চিৎকার-চেঁচামেচি, বাঁশির শব্দ, অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ সবই থেমে গেছে। বাতাসে কর্পূর মিশ্রিত ঝাঁঝালো লাশের গন্ধও নেই। কিন্তু রয়ে গেছে মৃত্যুপুরী রানা প্লাজার ধ্বংসস্তূপ আর স্বজন হারাদের আর্তনাদ। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল শুকিয়ে গেছে। কিন্তু দুখের সায়রের জল শুকোয় নি এক ফোঁটাও, শুকবেও না কোনদিন।

দেশের এ ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ে সমগ্র দেশবাসীর সাথে সিডনী-বাসী শোকাহত। “সকলের তরে সকলে” এই প্রেরণায় একত্রিত হয়েছিল বৃহত্তর ক্যাম্বেলটাউনস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ নয়টি সামাজিক সংগঠন। এদের সমন্বয়ে গঠিত হয় “সাভার ট্র্যাজেডি সাপোর্ট গ্রুপ”। সংগঠনগুলি হল - ক্যাম্বেলটাউন বাংলা স্কুল, বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ক্যাম্বেলটাউন, কৃষিবিদ অস্ট্রেলিয়া, বাংলার কণ্ঠ, লোসম, লাল সবুজ, প্রবাসী ও মিন্টো ওয়াচ। মানবতার জন্য কাঁধে কাঁধ রেখে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে ক্যাম্বেলটাউনস্থ সব সংগঠনের একত্রিত হওয়া ছিল সিডনীর একটি

দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ। সাভার ট্র্যাজেডি সাপোর্ট গ্রুপের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৮ এপ্রিল মিন্টোস্থ দি গ্রানজ পাবলিক স্কুলে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষতিগ্রস্তদের সরাসরি সহায়তা প্রদানের জন্য সাহায্য তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষনিক ভাবে উপস্থিত সকলের নিকট হতে প্রায় ৪,০০০ ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। সর্বসম্মতিক্রমে নিহত ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনার জন্য দোয়া মাহফিল এর ব্যবস্থা এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক এলাকার প্রতিনিধির সমন্বয়ে কয়েকটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

উপ-কমিটিগুলি দিন-রাত্র দ্বারে দ্বারে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। কমিউনিটির মধ্য থেকেও ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ই-মিডিয়াগুলিও পিছিয়ে ছিলেন না। সর্বতোভাবে এ সাপোর্ট গ্রুপকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তারা। কমিউনিটির সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতার ফলে সাভার ট্র্যাজেডি সাপোর্ট গ্রুপ সর্বমোট ১৭,৩০০ অস্ট্রেলিয়ান

ডলার অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। সাভার ট্র্যাজেডি সাপোর্ট গ্রুপ গত ২৪ মে ল্যাকেম্বাস্থ এক্সিম ব্যাংক একচেঞ্জ লি: এর মাধ্যমে সংগৃহীত ১৭,২২৪ ডলার (১২,৯১,৮০০ টাকা) বাংলাদেশে প্রেরণ করেছে। অর্থ প্রদান করা হয়েছে সেন্টার ফর দি রিহ্যাবলিটিশন অব দি প্যারালাইজড (সিআরপি) মেডিকেল সেন্টারে।

অলাভজনক আর্ত-মানবতার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সিআরপি ১৯৭৯ বাংলাদেশের সাভারে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই হত দরিদ্র জনগণকে ফিজিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল ও আর্থিকভাবে পুনর্বাসনের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলার কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করে যাচ্ছে। যা আন্তর্জাতিকভাবেও ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছে। সাভার ট্র্যাজেডির পর বহু হতাহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার দিয়েছে তারা। যাদের হাত, পা, কোমরসহ ভিন্ন অঙ্গ চিরস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা সহ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থার কর্মসূচীও নিয়েছে।

সাভার ট্র্যাজেডি সাপোর্ট গ্রুপের সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৯ মে দি গ্রানজ পাবলিক স্কুলে অডিটোরিয়ামে। সভায় সম্মিলিতভাবে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থা কার্যক্রম পর্যালোচনা করার পর সাভার ট্রাজেডি সাপোর্ট গ্রুপ সিআরপি-তে সমুদয় অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় বিভিন্ন গ্রুপের সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে সাভার ট্র্যাজেডি উপর সিডনির অনলাইন পত্রিকা বাংলার কণ্ঠ এর সৌজন্যে একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। একটি উপকমিটি গত ১৯ মে রাত্রে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সিআরপির চেয়ারম্যান ড. ভেলেরি এ্যান টেলর এর সাথে তাদের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেন এবং সাভার ট্র্যাজেডিতে সিআরপি তে ভর্তি-কৃত আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সেবার বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ড. ভেলেরি এ্যান টেলর রোগীদের দীর্ঘমেয়াদী সেবার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, গত ১২ মে সাভার ট্র্যাজেডি সাপোর্ট গ্রুপের উদ্যোগে মিন্টো মসজিদে এক বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিলের পূর্বে এক সংক্ষিপ্ত ধর্মীয় আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ, আলেম এবং মিন্টো মসজিদের প্রাক্তন ইমাম শেখ রেদোয়ান রাফি এবং শেখ আমিন। আলোচক-দ্বয় ক্ষতিগ্রস্ত সকল পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেন। দোয়া মাহফিলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় সঞ্চালক ছিলেন সাভার ট্র্যাজেডি সাপোর্ট গ্রুপের আহ্বায়ক আবুল সরকার। তিনি সিডনীর বাংলাদেশী কমিউনিটির সকল সদস্য ও মিডিয়া কর্মকর্তা-গনকে সাহায্য ও সহায়তা প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।